ঝিনাইদহে জনবল নিয়োগে আউটসোর্সিং পদ্ধতি বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি পেশ

ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীতে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে।

পশ্চিমাঞ্চল বিদ্যুৎ বিতরণ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের আয়োজনে আজ সোমবার সকালে বিদ্যুৎ অফিসের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের বিভিন্ন স্থান ঘুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশ।

এতে পশ্চিমাঞ্চল বিদ্যুৎ বিতরণ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন, জেলা শাখার সভাপতি শরিফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক জিয়াবুল হকসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

পরে তাদের দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ মন্ত্রনালয়ের উপদেষ্টা বরাবর পেশ করেন।

শৈলকুপায় দ্বিগুন দামে বিক্রি হচ্ছে পেঁয়াজের বীজ

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আবাদের শুরুতেই হোঁচট খেতে হচ্ছে পেঁয়াজ চাষিদের। গতবছরের তুলনায় এবছর দ্বিগুন দামে কিনতে হচ্ছে পেঁয়াজের বীজ। আবাদ বাড়ায় বেড়েছে বীজের চাহিদা। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বীজ ব্যবসায়ীরা সরকার নির্ধারিত দামের দ্বিগুন দামে বিক্রি করছেন

পেয়াজের বীজ এমন অভিযোগ উঠেছে কৃষকদের পক্ষ থেকে।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ব্যাপক পেঁয়াজ উৎপাদন হয়। প্রতিবছর আবাদের পরিমান বাড়ছে। শৈলকুপার পেঁয়াজ চাষিরা দুই পদ্ধতিতে পেঁয়াজ চাষ করে থাকেন। কেউ কন্দ রোপণ করেন আবার কেউ চারা রোপণ করেন। তবে চারা রোপণের পরিমাণই বেশি। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত পেঁয়াজের চারা রোপণ করবে এই অঞ্চলের কৃষকরা। অনেকেই ইতোমধ্যে বীজতলায় চারা উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করেছেন, কেউবা বীজতলা প্রস্তুত করছেন।

উপজেলা কৃষি অফিস জানিয়েছে, ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে এই উপজেলায় ১২হাজার ২৭৯ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে।

গতবছর আবাদ হয়েছিল ১২ হাজার ৩২ হেক্টর জমিতে। গতবছর এই উপজেলায় পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছিল ২লাখ ৪০ হাজার ৬৪০ মেট্রিক টন। এবছর কোনো সংকট না হলে ২লাখ ৪৫ হাজার ৫৮০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ উৎপাদিত হবে। এই উপজেলায় এবছর পেঁয়াজের কন্দ রোপণ করা হবে ৪২২ হেক্টর জমিতে ও চারা রোপণ করা হবে ১১হাজার ৮৫৭ হেক্টর জমিতে।

শৈলকুপা শহরের কৃষি নিলয় বীজ ভান্ডারের মালিক জিএম জিকু আলম বলেন, এবছর কৃষকরা লালতীর হাইব্রিড, লাল তীর কিং, ভারতীয় জাত সুখসাগরের বিভিন্ন ভ্যারাইটি, দেশিয় বীজ উৎপাদনকারী সংস্থার বাদশা, লালদিঘিসহ বিভিন্ন জাতের পেঁয়াজের বীজ কিনেছে। লালতীর হাইব্রিড জাতের পেঁয়াজ ১ বিঘা জমিতে ১২০ মণ থেকে ১৪০ মণ পর্যন্ত ফলন হচ্ছে এই উপজেলার মাটিতে। সেখানে গত কয়েক বছর ভারতীয় সুখসাগর হাইব্রিড জাতের পেঁয়াজ আবাদে বিঘা প্রতি ১০০ মণের কমবেশি উৎপাদন হয়েছে। যেখানে দেশি জাতের পেয়াজ খুব ভালো ফলন হলে বিঘা প্রতি ৫৫ মণ থেকে ৬০ মণের মত ফলন হয়। কিন্তু বাজারে দেশি পেঁয়াজের চেয়ে ভারতীয় সুখসাগর জাতের পেঁয়াজ মণপ্রতি ১০০ টাকা থেকে ২০০ টাকা বেশি দরে বিক্রি করেছে। লালতীর হাইব্রিড জাতের পেঁয়াজের দাম আরও বেশি পায় কৃষকরা। ফলন বেশি ও দামও বেশি এই কারণে এই জাতের আবাদে বেশি ঝুকছে কৃষকরা।

উপজেলার পাইকপাড়া গ্রামের কৃষক মোঃ শরিফুল ইসলাম বলেন, গতবছর আমি ৩৮ কাঠা জমিতে পেঁয়াজের আবাদ করেছিলাম। এবছর ৩ বিঘা জমিতে আবাদ করার জন্য বীজতলায় ৩ কেজি সুখসাগর হাইব্রিড জাতের পেঁয়াজের বীজ বপন করেছি। উচ্চ ফলনশীল লালতীর হাইব্রিড জাতের বীজ কিনতে গিয়ে দোকানদারের শর্তে পিছিয়ে এসেছি। দোকানদারেরা বলে ১ কেজি

লাল তীর হাইব্রিড বীজ নিলে ৩ কেজি লাল তীর কিং জাতের বীজ নিতে হবে। কিন্তু আমাদের অঞ্চলে লাল তীর কিং জাতের পেঁয়াজের ফলন ভালো হয়না।

এই গ্রামের কৃষক মোকছেদ আলী বলেন, এক বিঘা পেঁয়াজ আবাদে কৃষকের ৭০ হাজার টাকার কমবেশি খরচ হয়। ৮০০ থেকে ১২০০ টাকার মধ্যে এই পেঁয়াজ উৎপাদন মৌসুমে বিক্রি হয় বাজারে। সংরক্ষণ করে পরে বেঁচতে পারলে অনেক লাভ হতো কৃষকদের। দোকান থেকে সার ওষুধ বাকি নিয়ে চাষ করি। পেঁয়াজ উৎপাদনের সময় আসলেই সার-কীট নাশকের দোকানদারেরা হালখাতার চিঠি দেয়। বাধ্য হয়েই তখন বাজারে কম দাম থাকলেও বেঁচে দিতে হয় আবার বেশি দিন রাখলে নষ্ট হয়ে যাবে এই কারণেও বিক্রি করে দিতে হয়।

এই গ্রামের কৃষক আকুল বিশ্বাস বলেন, আমি ৪৮ শতক জমিতে পেঁয়াজের বীজ বপন করেছি। এখন চারা তৈরি করছি। আগামী ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ক্ষেতে চারা রোপণ করবো। আমাদের পেয়াজ চাষে ডিএপি সারের প্রয়োজন বেশি হয়। এখনই ডিলারদের কাছে সার কিনতে গেলে অল্প পরিমাণে দিচ্ছে। তাতে আমাদের চাহিদা পূরণ হচ্ছে না। খোলা বাজারে কিনতে গেলে ১০৫০ টাকা দামের সার ১৭৫০ টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেন, এক কেজি লাল তীর হাইব্রিড বীজের মোড়কে সর্বোচ্চ দাম যা লেখা রয়েছে তার দ্বিগুন দামে বিক্রি করছে বীজ বিক্রেতারা। বেশি দরদাম করলে তারা বীজ দিচ্ছে না। সব বীজের দামই এবছর দ্বিগুন।

এই এলাকার কৃষক পলাশ হোসেন, খয়রাত আলী, ওহিদ আলী জানান, তারা অন্যান্য জাতের সাথে লালতীর হাইব্রিড জাতের পেয়াজ আবাদ করেছেন। গতবছর এককেজি লালতীর হাইব্রিড জাতের বীজের দাম পড়েছিল ২৮ জাহার টাকা। এবছর সেই বীজ দাম নিচ্ছে ৬২ হাজার টাকা। গতবছর সুখসাগর হাইব্রিড জাতের এক কেজি বীজের দাম ছিল ৩ হাজার থেকে ৩৫০০ টাকা। সেই বীজ এই বছর সাড়ে ৬ হাজার থেকে ৮ হাজার টাকায় কিনতে হয়েছে। প্রত্যেক জাতের বীজই গতবছরের তুলনায় এবছর দ্বিগুন।

কৃষক পলাশ হোসেন বলেন, আমি এবছর ৬ বিঘা জমিতে পেঁয়াজের চারা রোপণ করবো। নার্সারিতে যে বীজ বপন করেছিলাম তার অর্ধেক নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা বায়ার ক্রপস কোম্পানির ছত্রাক নাশক ‘নুনা’ ও সিনজেনটা কোম্পানির ‘মিরাভিস ডুয়ো’ ব্যবহার করি। পেঁয়াজের মৌসুমে এই অঞ্চলে এই ওষুধের দামও দ্বিগুন বেড়ে যায়। এক বিঘা জমিতে চারা রোপণ করতেই ২৫ হাজার টাকা খরচ হয়।

সার-ওষুধ ও পরিচর্যা দিয়ে বিঘাপ্রতি ৭০ হাজার টাকা খরচ হয়। গতবছরের তুলনায় এবছর মজুরের দামও বেড়েছে। বীজের দাম বেশি, বেশি টাকা দিয়ে কীটনাশক ও সার কিনতে হচ্ছে কিন্তু বেশি দামে পেঁয়াজ বিক্রি করতে পারিনা। মৌসুমে সারের সরবরাহ ঠিক থাকলে ভালো ফলন হবে। সরকারের কাছে আহ্বান যেন এই মৌসুমে সারের সরবরাহ ঠিক রাখতে ব্যবস্থা রাখে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ আরিফুজ্জামান বলেন, গতবছরের অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের তুলানায় এবছর পেঁয়াজের মৌসুমে ২৫০০০ বস্তা ডিএপি সার এই উপজেলায় বেশি বরাদ্দ পেয়েছি। এবছর ১৬ টা অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। ৩ জন বিসিআইসি সারের ডিলারকে জরিমানা করা হয়েছে এবং অনেকগুলো সাব ডিলারকে জরিমানা করে সতর্ক করা হয়েছে। আমাদের উপসহকারী কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে। কোথাও সারের কৃত্রিম সংকটের অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আশাকরি এবছর সারের সংকট হবে না। তবে বীজের বিষয়ে বলতে পারবো না।

লালতীর বীজের ডিলার বাধন বীজ ভান্ডারের মালিক সুশান্ত কুমার বলেন, এবছর মাত্র ১৪ কেজি লালতীর হাইব্রিড জাতের পেঁয়াজের বীজ বরাদ্দ পেয়েছি। কোম্পানি থেকে শর্ত দিয়ে দিয়েছে এককেজি লালতীর হাইব্রিড পেঁয়াজ বীজ নিলে ১০ কেজি লালতীর কিং জাতের বীজ নিতে হবে। লালতীর কিং জাতের বীজের চাহিদা নেই। এই কারণে এই বীজের দাম এত বেড়েছে। তবে তিনি স্বীকার করেন বীজের গায়ে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য রয়েছে ৩২ হাজার টাকা। বেশি দামে বিক্রি করছেন কেন? এমন প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এই বীজ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। এখন আর বিক্রি করা হচ্ছে না। অনেকে পার্শ্ববর্তী জেলা থেকেও এনেছে বলে তিনি জানান।

জেলা বীজ প্রত্যয়ণ অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) ফাতেমা কওসার মিশু বলেন, আমরা এমন অভিযোগ পায়নি। কেউ স্পেসিফিক অভিযোগ দিলে বিষয়টা দেখবো।

কোটচাঁদপুরে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত

“আপনারা কি ভালো থাকতে চান? ভালো থাকতে চাইলে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিন। বিনা ভোটের ফ্যাসিস্ট সরকারের ১৭ বছরে বিএনপি’র কোনো নেতাকর্মী ভালো ছিল না। ১৭ বছরের ভেতর বাড়িতে খেয়ে ৭ দিন ঘুমাতে পেরেছেন? আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চাইতে হবে।”

আজ বুধবার পোস্ট অফিস মোড় মডেল স্কুল চত্বরে কোটচাঁদপুর উপজেলা ও পৌর বিএনপির আয়োজনে ৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে সমাবেশ ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. এম. এ. মজিদ।

তিনি আরও বলেন, “ঝিনাইদহ জেলার চারটি আসন বিএনপির ঘাঁটি। এই জনপদে যে উন্নয়ন হয়েছে, সব বিএনপির হাত দিয়েই হয়েছে। ঝিনাইদহ-৩ আসনের চারবারের এমপি ছিলেন শহিদুল ইসলাম মাস্টার। তার যোগ্য উত্তরসূরি মেহেদী হাসান রনিকে ধানের শীষ প্রতীক দিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। আমরা তাকে বিজয়ী করে প্রমাণ করে দেব এই এলাকার মাটি বিএনপির ঘাঁটি।”

প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ-৩ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী ও মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মেহেদী হাসান রনি।

সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও এলাঙ্গী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক মেয়র এস. কে. এম. সালাহউদ্দিন বুলবুল সিডল এবং জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন খোকন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি অ্যাড. কামাল আজাদ পান্নু, জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আবু বকর বিশ্বাস, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাজেদুর রহমান পপ্পু, কেন্দ্রীয় কৃষক

দলের সহ-সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিঃ মোমিনুর রহমান, কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন অর রশিদ, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা টিপু প্রমুখ।

এ সময় বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, কৃষক দল, শ্রমিক দলসহ সকল অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে নবাগত জেলা প্রশাসকের সাথে সাংবাদিকদের মতবিনিময়

ঝিনাইদহে নবাগত জেলা প্রশাসকের সাথে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (১৯ নভেম্বর) সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সেলিম রেজা পিএএ, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক রথীন্দ্রনাথ রায়।

জেলা তথ্য অফিসার আব্দুর রউফ এর পরিচালনায় মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ জেলা ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ কাজল, রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি এম এ কবীর, জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মিজানুর রহমান, সিনিয়র সাংবাদিক আলাউদ্দিন আজাদ, মাহমুদ হাসান টিপু প্রমুখ।

সভায় জেলা প্রশাসক জেলার উন্নয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সেবামুখী প্রশাসন এবং একটি গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণ মূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে সাংবাদিকদের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, “গণমাধ্যম সমাজের দর্পণ। প্রশাসনের উন্নয়ন কার্যক্রমে গণমাধ্যমের সঠিক তথ্য তুলে ধরা এবং গঠনমূলক সমালোচনা আমাদের কাজকে আরও গতিময় করবে।”

এ সময় সাংবাদিকরা জেলার বিভিন্ন সমস্যা, চ্যালেঞ্জ ও অগ্রাধিকারমূলক উন্নয়ন ইস্যু তুলে ধরার পাশাপাশি প্রশাসনের সাথে গণমাধ্যমের সমন্বয়ের গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ।

মতবিনিময় শেষে উভয়পক্ষই জেলার সার্বিক উন্নয়ন, জনসেবায় গতিশীলতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভবিষ্যতে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

প্রতারণার দায়ে ঝিনাইদহে এক প্রধান শিক্ষকের সাত বছরের সশ্রম কারাদন্ড

জাল সনদে চাকরি, প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাৎ ও প্রতারণার দায়ে ঝিনাইদহে এক প্রধান শিক্ষককে ৭ বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ১০ হাজার টাকার অর্থদন্ড করেছে ঝিনাইদহের একটি বিচারিক আদালত।

আজ বুধবার (১৯ নভেম্বর) দুপুরে ঝিনাইদহ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্টেট আদালতের বিচারক মোঃ মাসুদ আলী এই রায় ঘোষণা করেন।

দন্ডিত ব্যক্তির নাম রণি আক্তার। তিনি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গোয়ালপাড়া অধ্যক্ষ মোশাররফ হোসেন-সালেহা খাতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং একই উপজেলার দুর্গাপুর নারায়নপুর পুটিয়া গ্রামের নরুল ইসলামের ছেলে। ২০২৪ সালের ১৪ নভেম্বর ওই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নাসরিন আক্তার, রণি আক্তারের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ ও জাল সনদ দিয়ে চাকরী করার অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করেন।

বিজ্ঞ আদালত সাক্ষ্য প্রমান শেষে অভিযোগের সত্যতা প্রমানিত হওয়ায় এই রায় প্রদান করেন। সরকার পক্ষের আইনজীবী ছিলেন এ্যাড. এ এস এম রাকিবুল হাসান ও আসামী পক্ষে এ্যাড.তারিকুল ইসলাম মামলাটি পরিচালনা করেন।

মামলা সুত্রে জানা গেছে, আসামী রণি আক্তার গোয়ালপাড়া অধ্যক্ষ

মোশাররফ হোসেন-সালেহা খাতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তিনি জাল জালিয়াতী চক্রের সদস্য হওয়ায় তার শিক্ষক নিবন্ধন ও বিএড সনদ পত্র জাল জালিয়াতির মাধ্যমে সৃজন করে তাহা সঠিক বলে বিদ্যালয়ে চাকরি করে আসছিলেন। চাকরী করার সুবাদে তিনি নিয়োগ বানিজ্যসহ স্কুলের লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেন।

মামলার এজাহারে বলা হয়, ২০২২ সালের জুলাই মাসে বিদ্যালয়টি এমপিও ভুক্ত হয়। এমপিও ভুক্ত হওয়ার পর আসামী রণি আক্তার তার সরকারী বেতন ভাতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর তার শিক্ষক নিবন্ধন ও বিএড সনদ পত্রসহ প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র দাখিল করেন। আসামীর দাখিলকৃত শিক্ষক নিবন্ধন ও বিএড সনদসহ অন্যান্য কাগজ পত্র যাছাই বাছাই অন্তে সংশ্লিষ্ট কর্তৃকপক্ষ ভুয়া ও জাল বলে প্রমানিত হয় এবং তার সরকারী বেতন ভাতা বাতিল করে।

আসামী উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকা অবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়কৃত টাকা ও কাগজপত্র বুঝিয়ে না দিয়ে ২০২৪ সালের ৯ আগষ্ট বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে আত্মগোপন করেন। রায় ঘোষণার সময় আসামী রণি আক্তার উপস্থিত ছিলেন এবং তাকে কারাগারে পাঠানো হয়।

ঝিনাইদহে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ৩ দিনব্যাপী সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সেভ’র আয়োজনে উপজেলার এম.কে. মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কে.কে.পি.বি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ফুলহরি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণে মোট ১’শ ৫জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কিশোরী ও নাগরিক সমাজের সদস্যদের ক্ষমতায়ন (গার্লপাওয়ার) প্রকল্পের আওতায় সার্ভিস অ্যান্ড ভিশন ফর এডিফাই (সেভ) ও বান্ধব, ডেনমার্ক’র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ

প্রশিক্ষণে কিশোরীদের নেতৃত্ব বিকাশ, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে তাদের সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করা বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

আযোজকরা জানায়, প্রশিক্ষণ শেষে প্রতিটি বিদ্যালয়ে ২০ জন করে কিশোরীকে বাছাই করে Adolescent Girls Club (AGC) গঠন করা হয়। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও সাধারণ সদস্য নির্বাচন করা হয়। একই এলাকার ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সী স্কুলগামী অষ্টম থেকে দশম শ্রেণীর ২০ জন মেয়েকে নিয়ে ক্লাবটি গঠিত হয়।

অংশগ্রহণমূলক সভার মাধ্যমে নেতৃত্বমূলক পদগুলো নির্ধারণ করা হয়। ক্লাবের সদস্যরা নিয়মিত মাসিক সভা আয়োজন, স্কুল ও কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা কর্মসূচি পরিচালনা, এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন বলে আশাবাদ ব্যাক্ত করেন আয়োজকরা।

কোটচাঁদপুরে অধ্যক্ষের অপসারণের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল

একাধিক অভিযোগে কোটচাঁদপুর সরকারি খন্দকার মোশাররফ হোসেন কলেজের অধ্যক্ষের অপসারণের দাবিতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল, গণস্বাক্ষর, জুতা নিক্ষেপসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। গতকাল মঙ্গলবার সকালে তারা এসব কর্মসূচি পালন করেন।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর সরকারি খন্দকার মোশাররফ হোসেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. শেখ মো. আমানুল্যাহ। তিনি যোগদানের পর থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে শিক্ষক, কর্মচারী ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের নানা অভিযোগ ছিল। এসব অভিযোগ বারবার তাঁকে অবহিত করা হলেও তিনি কোনো প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেননি। এ কারণে বেশ কিছুদিন ধরে

ক্ষোভে ফুঁসছিলেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কলেজ খোলার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যক্ষের অপসারণের দাবিতে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল করেন। পাশাপাশি গণস্বাক্ষর গ্রহণ, অধ্যক্ষের নামের ওপর জুতা নিক্ষেপসহ একাধিক কর্মসূচি পালন করেন তারা। এসময় কলেজের শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের কথা শোনেন এবং সমাধানের আশ্বাস দিয়ে দুই দিনের সময় চান।

কলেজের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র হাবিবুর রহমান বলেন, অধ্যক্ষ আমানুল্যাহ যোগদানের পর থেকে বিভিন্ন অনিয়ম করে আসছেন। তিনি ছিলেন শাহবাগী ব্লগার এ নিয়ে তিনি একটি বইও লিখে প্রকাশ করেছেন। তিনি কলেজের ছাত্রী ও ম্যাডামদের বোরখা নিয়ে কটূক্তি করেন, এমনকি নবী, বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে নিয়েও মন্তব্য করেন। এসব বিষয়ে তাঁকে বারবার জানানো হলেও তিনি আচরণ পরিবর্তন করেননি। তাই আজকের আন্দোলন।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষকরা আমাদের দাবির বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন। দুই দিনের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন। দাবিপূরণ না হলে আন্দোলন চলবে।

এসময় কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থী আলী হাসান, ফায়েজ আহম্মেদ, ইমন হোসেনসহ প্রায় ৫ শতাধিক শিক্ষার্থী বিক্ষোভে অংশ নেন। তাদের হাতে ছিল অধ্যক্ষকে অপসারণের প্ল্যাকার্ড, মুখে ছিল স্লোগান। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে কলেজ ক্যাম্পাস।

কলেজ শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বলেন, অধ্যক্ষ বিবাহ প্রথায় বিশ্বাসী নন, বহু কামিতায় বিশ্বাসী এ নিয়ে প্রতিবাদ করেও কোনো ফল হয়নি। তিনি ছাত্রী ও ম্যাডামদের বোরখা নিয়ে কটূক্তি করতেন এবং বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে নিয়েও মন্তব্য করতেন। শাহবাগ আন্দোলনের সময় তিনি ব্লগার ছিলেন এবং এ বিষয়ে একটি বই লিখে ২০২৪ সালে প্রকাশ করেন। এসব কারণে শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ ছিল। তারই বহিঃপ্রকাশ আজকের বিক্ষোভ।

তিনি আরও বলেন, অধ্যক্ষসহ তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের অপসারণের দাবিও শিক্ষার্থীরা তুলেছে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দুই দিনের সময় নেওয়া হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে অধ্যক্ষ শেখ মো. আমানুল্যাহর সঙ্গে

মোবাইলে যোগাযোগ করা হলেও ফোন বন্ধ থাকায় কথা বলা সম্ভব হয়নি।

ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ বলেন, আমি আজই যোগদান করেছি। বিষয়টি আমার জানা নেই। তারপরও খোঁজ নিয়ে দেখছি কী ঘটেছে।

ঝিনাইদহে বিশ্ব এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ উদযাপন

বিশ্ব এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ উপলক্ষে ঝিনাইদহে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে জেলা প্রানিসম্পদ কার্যলয় হতে একটি র্যালি বের হয়।

র্যালিটি শহর প্রদক্ষিন করে একই স্থানে শেষ হয়। পরে জেলা প্রাণি সম্পদ কার্যলয়ের অডিটোরিয়ামে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় অংশ গ্রহন করেন জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ এ এস এম আতিকুজ্জামান, অতিরিক্ত জেল প্রাণি সম্পদ অফিসার ডাঃ মীনাক্ষী নাগ, দৈনিক নবচিত্র পত্রিকার সম্পাদক আলাউদ্দীন আজাদ, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ রেজাউল করিম, সিভিল সার্জন ডাক্তার মোঃ কামরুজ্জামান, ভেটেনারি অফিসার ডাঃসঞ্জীব কুমার বিশ্বাস ও উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তাগণ ও ওষুধ পরিদর্শক মোঃ একরামুল করিম।

ঝিনাইদহে প্রবাসী মাহাবুব হত্যা মামলার আসামীদের গ্রেফতার দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে প্রবাসী মাহাবুব হোসেন হত্যা মামলায় আসামীদের গ্রেফতারের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে সদর উপজেলার কালা গ্রামে ঝিনাইদহ-মাগুরা সড়কে এ মানববন্ধন করে এলাকাবাসী।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে নিহতের স্বজন ও এলাকাবাসী অংশ নেয়। মানববন্ধনে নিহতের পিতা সাব্দার বিশ্বাস, ভাই রুবেল হোসেন, স্ত্রী শম্পা খাতুন, খালা ছবেদা খাতুন, পদ্মাকর ইউনিয়ন বিএনপির সেক্রেটারি আতিক হোসেন মল্লিক, জেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মোহন জমাদ্দারসহ এলাকাবাসী বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, প্রবাসী মাহাবুব হোসেন হত্যার ৪ দিন পেরিয়ে গেলেও মাত্র ১ জন আসামী গ্রেফতার হয়ে। বক্তারা দ্রুত বাকি আসামীদের গ্রেফতারের দাবী জানান। গত শনিবার সকালে সদর উপজেলার কালা গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের লোকজন কম্বোডিয়া প্রবাসী মাহাবুবকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। এ ঘটনায় রোববার রাতে নিহতের ভাই রুবেল হোসেন বাদি হয়ে ১৩ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ১০/১২ জনকে আসামী করে সদর থানায় হত্যা মামলা দায়ের করে।

ঝিনাইদহ-২ আসনে নির্বাচন নিয়ে নতুন মেরুকরণ, মাঠে থাকছেন

স্বতন্ত্র প্রার্থী

যতই দিন ঘনিয়ে আসছে ত্রয়োদশ নির্বাচন নিয়ে মানুষের মঝে বাড়ছে নির্বাচনী উত্তাপ। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আগামী ২০২৬ সালেরঝিনাইদহ ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে বলে সম্ভাব্য সময় ঘোষণা দিয়েছেন। এলক্ষে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রস্তুতি নিতে রাতদিন মাঠে কাজ করে যাচ্ছে।

গত ৩নভেম্বর বিএনপির পক্ষ থেকে ২৩৭ জন সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। সেই তালিকায় ঝিনাইদহ জেলার মাত্র ১টি আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। বাকী ৩টি অসনের প্রার্থীর নাম চুড়ান্ত না করায় বিএনপির মধ্যে বিষন্নতা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে ঝিনাইদহ-২ আসনে বিএনপির মধ্যে এই বিষন্নতা বেশি দানা বেধেছে। অনেকে মনে করছেন হাসিনা সরকারের পতনের সময় যুগপথ আন্দোলনের শরিক বাংলাদেশ গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানকে এই আসনটি ছেড়ে দিতে পারে। আবার বিএনপি তৃনমূল নেতা কর্মীরা মনে করেণ ঝিনাইদহ-২ আসনটি জেলার রাজনীতিতে ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে, ফলে নমিনেশন যদি অন্য দলকে দেয়া হয় তাহলে জেলার রাজনীতিতে বিএনপির উপরে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

ঝিনাইদহ সদরের ১৩টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা এবং হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা নিয়ে গঠিত ঝিনাইদহ-২ আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশীর সংখ্যা একাধিক থাকলেও কেন্দ্র কাউকে প্রার্থী ঘোষণা করেনি। মনোনয়ন দৌড়ে এ আসন থেকে জেলা বিএনপির সভাপতি এম এ মজিদ প্রচার প্রচারনায় অনেক এগিয়ে রয়েছে, তাছাড়া ড্যাব নেতা সাবেক এমপি মসিউর রহমানে ছেলে ডা: মো: ইব্রাহীম রহমান (বাবু)’র প্রচারণাও লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া এই আসনে আরও মনোনয়ন প্রত্যাশিদের মধ্যে আছেন জেলা বিএনপির সাবেক আহবায়ক ও বর্তমান জেলা কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট এস এম মশিউর রহমান, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মীর রবিউল ইসলাম লাভলু। এ ছাড়া গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান জোটের প্রার্থী হবে বলে জোর আলোচনায় রয়েছে। তাছাড়াও জাতীয় নাগরিক পাটি’র (এনসিপি) তারেক রেজা এ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে শোনা যাচ্ছে। অন্য দিকে গুরুত্বপূর্ণ এ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী দলটির জেলা আমির অধ্যাপক আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর নির্বাচনে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে দলের নেতা কর্মীরা প্রত্যাশা করে। এদিকে জাতীয় পাটির প্রার্থী হিসেবে জেলা জাতীয় পাটির সভাপতি মেজর

(অব:) মাহফুজুর রহমানের নাম শোনা যাচ্ছে। নির্বাচন নিয়ে তিনি বলেন, জাতীয় পাটি একটি নির্বাচনমূখী অবাধ গণতাতিন্ত্রক রাজনৈতিক দল। দেশে অংশগ্রহন মূলক নির্বাচন অনুষ্টিত হলে জাতীয় পাটি অবশ্যই অংশ গ্রহন করবে এবং আমাকে দল থেকে মনোনয়ন দিলে আমি ঝিনাইদহ-২ আসন থেকে নির্বাচন করবো।

তাছাড়া বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী হচ্ছেন জেলা সভাপতি ডা. মমতাজুল ইসলাম। এছাড়া দ্বাদশ সংসদের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সহসভাপতি মো: নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল এবারও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মাঠে থাকার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বছরাধিকাল ধরে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচিত সহসভাপতি হিসেবে সুনামের সহিত দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ছিলেন বলে সমালোচনাও রয়েছে। বর্তমানে তিনি বেশির ভাগ সময় ঢাকায় থাকেন।

এ প্রসঙ্গে টেলিফোনে জানতে চাইলে বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ বলেন, মূলত মহুল সাহেব নামমাত্র সহসভাপতি থাকলেও দলের কার্যক্রমে তিনি কখনো সক্রিয় ছিলেন না। ওনার সামাজিক কার্যক্রমে সুনাম আছে এ কথা সত্য, একটা ভালো ভাবমর্যাদাও আছে, এসব কারণেই তাকে সহসভাপতি করা হয়েছিল; তবে নামমাত্র সহসভাপতির পদ থাকলেও তিনি সেভাবে আওয়ামী লীগের রাজনীতি ধারণ করেননি এবং সাংগঠনিক কোনো কাজে অংশগ্রহণ করেননি। জেলা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথেও তার ছিল বিরাট দূরত্ব। এসব কারণেই মহুল সাহেবের সাথে আওয়ামী লীগের একটা রাজনৈতিক টানাপড়েন সব সময়ই ছিল।

এছাড়া ২০২২ সালের পৌরসভার নির্বাচনে মহুল সাহেব নৌকার বিপক্ষে মেয়র পদে ওনার ছোট ভাইকে দাঁড় করান, যা দলের কেউই মেনে নিতে পারেনি। ওনার ভাই পৌরসভার স্বতন্ত্র প্রার্থী থাকায় নির্বাচনের আগে ওনাদের বাড়ি ভাঙচুর করা হয়, ওনার যে ভাই প্রার্থী ছিলেন তার প্রচারণা কলে তিনি এবং তার আরেক ভাই আক্রমণের শিকার হয়ে মারাত্মকভাবে জখম হলে মহুল সাহেব ২০২২ সালের জুন মাসে দল থেকে পদত্যাগ করেন। এরপরে তিনি ২০২৪ সালে দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র নির্বাচন করেন এবং নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করেণ।

আওয়ামী লীগের নানা সমালোচিত কর্মকান্ডের বিরোধীতার কারণে তাকে সবাই একজন ভালো মানুষ হিসেবে জানে। তাছাড়া তার পরিচালিত জাহেদী

ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন দাতব্য কর্মকান্ড পরিচালনা করায় সবাই তাকে দানশীল হিসেবে জানেন, আওয়ামী লীগের একজন হিসেবে তিনি কখনো বিবেচনায় ছিলেন না। তিনি হয়তো ওই বিবেচনায় পরিচিত হতেও চাননি। এসব কারণেই আগামী নির্বাচনে মহুল সাহেব নির্বাচনে আসলে জনগণের সাড়া পাবেন বলে বিশ্বাস করেণ।

এবিষয়ে নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল বলেন, ভোট গণতান্ত্রিক অধিকার রাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা ছাড়া সবাই নির্বাচনে অংশগ্রহন করতে পারে, জনগণ যাকে বেছে নিবেন তিনিই নির্বাচিত হবেন।

তিনি আরও বলেন আমি অনেক আগেই আওয়ামী লীগ ছেড়েছি। ২০২২সালে যখন আমার ভাই স্বতন্ত্র মেয়র নির্বাচন করে তখন আওয়ামী যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের ছেলেরা আমার বাড়িতে হামলা করে ভাংচুর করে এবং প্রচার প্রচারণায় বাধা দেয় তাছাড়া প্রচারণার সময় আমার দুই ভাইসহ আমার ভায়ের কর্মী অনুসারীদের উপরে আক্রমন করে মারাত্মক ভাবে জখম করে, তারপর আমি আওয়ামী লীগের রাজনীতি থেকে নিজেকে ইস্তফা দিয়। পরে ২০২৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে বহু হামলা মামলার মধ্যে জনগণের ভালবাসায় ভোটে জয়লাভ করি। নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ এই সরকারের কাম্য তাই আশাকরি নির্বাচন অংশগ্রহন মূলক এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে হবে।